বহুসংস্কৃতিবাদের চর্চার

প্রেক্ষাপটে

আন্তঃসংস্কৃতিবাদের মজার উপাদান সমুহ

বহুসংস্কৃতিবাদের চর্চা প্রকল্পটি একটি প্রচার কার্যক্রম যার মাধ্যমে হংকং এ অবস্থিত বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক সাংস্কৃতিক আদান এবং মুল্যায়ন করা হয়।বিনামুল্যে আমাদের তথ্য পেতে নিচের ওয়েবসাইটে ভিজিট করুন : http://arts.cuhk.edu.hk/~ant/knowledge-transfer/multiculturalism-in-action/index.html
অনুসন্ধান স্বাগতম!

হংকংয়ে দক্ষিণ এশিয় জনগোষ্ঠী

এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ অংশে আফগানিস্তান, বাংলাদেশ, ভুটান, ভারত, মালদ্বীপ, নেপাল, পাকিস্তান এবং শ্রীলঙ্কা এইদেশ গুলাকে নিয়ে দঃ এশিয়ার ভৌগোলিক অবস্থান ।

জাতিভুক্তি	সংখ্যা	%
ভারতীয়	২৮,৬১৬	0.৪%
পাকিস্তানী	১৮,০৪২	0.৩%
নেপালি	১৬,৫১৮	0.২%
অন্যান্য এশিয়ান (বাংলাদেশি ও শ্রীলঙ্কান)	৭০৩৮	0.০৯%
সুত্র: ২০১১ জরিপ		

২০১১ জরিপ অনুসারে হংকং য়ের মোট জনসংখ্যার ১% দঃ এশিয়ান।

ইতিহাস

ঊনিশ শতাব্দীতে দঃ এশিয়ানরা প্রথম হংকংয়ে স্থায়ী হতে শুরু করে। তাদের মধ্যে ভারতীয়রা যারা পুলিশ, সৈনিক এবং বিভিন্ন ব্যবসায় যেমন চা, বস্ত্র, ও অলংকার শিল্পে এসেছিলেন। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান এবং ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর হংকংয়ে এই দুই গোষ্ঠীর বসবাস শুরু হয়।

Copyright © Multiculturalism in Action Project 2016

১৯৪৮ সালে হংকং এ ব্রিটিশ বাহিনীতে গুর্খা সেনাদলের অন্তভুক্তি হতে নেপালিদের ইতিহাস চিহ্নিত করা যায়। তাদের ৪ টি প্রাধান দায়িত্ব ছিল সীমান্ত পাহারা, আভ্যন্তরীণ প্রতিরক্ষা, বিস্ফোরক দ্রব্যাদি নিষ্ক্রিয়করন এবং জলসীমা সুরক্ষা। দাতব্য সেবা মূলক কার্যক্রম যেমন পর্বত আরোহণের রাস্তা এবং অসুস্থদের জন্য আরোহন উপযোগী কাঠামো তৈরি গুর্খাদের দ্বারা শুরু হয়।

প্রাক্তন গুর্খা সদস্যগণ হংকংয়ের স্মরন দিন (রিমেম্বেরেন্স ডে) উদযাপন করছে ।

শ্রীলঙ্কান খাবার

বর্তমানে, দক্ষিন এশিয়ান নারী এবং পুরুষ উভয়ে হংকংয়ে বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত । এই পরিসর হিসাবরক্ষক হতে খেলোয়াড়, উদ্যোক্তা হতে গৃহ পরিচালনা, শিক্ষকতা হতে নির্মাণ শ্রমিক, এবং আইনজীবী হতে ব্যাংকার পর্যন্ত বিস্তৃত। দক্ষিন এশিয় খাবার, স্বাস্থ্য চর্চা (যেমন যোগ ব্যায়াম) এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি আমাদের দৈনন্দিন জীবন এবং স্থানীয় ঐতিহ্যের অংশ হয়ে হংকংয়ের সংস্কৃতিকে বৈচিত্র্যময় এবং ছন্দময় জনপদে রুপ দিয়েছে ।

একত্রীকরণ

দক্ষিন এশিয়রা হংকংয়ের স্থানীয় জীবনাচরণে অভ্যস্ত হয়ে হংকংকে নিজেদের আবাসভূমিতে পরিনত করেছে। সিম সা সুই (Tsim Sha Tsui), জর্ডান (Jordan), ইয়াও মা তেই (Yau Ma Tei), এবং ইউয়েন লং (Yuen Long) এসব এলাকাতেই প্রধানত দঃ এশিয়ান মুদি আর রেস্টুরেন্ট (খাবার দোকান) পাওয়া যায় । অনেক রেস্টুরেন্টের চাইনিজ নাম থাকে এবং চাইনিজ খাবার পরিবেশন করা হয় ,সকল জাতি গোষ্ঠীর মানুষ এখানে খাদ্য পরিবেশক কিংবা ভোক্তা ।

হংকংয়ে দক্ষিন এশিয় উৎসব এবং প্রথা সমূহ পালন করা হয় । উদাহরণস্বরূপ, ভারত আর বাংলাদেশের হিন্দুরা দুর্গা পূজা (মা দুর্গার উৎসব), আর নেপালের গুরুংরা লোসার (নতুন বর্ষ) পালন করে থাকে ।

Copyright © Multiculturalism in Action Project 2016

হংকংয়ে হিন্দুদের দুর্গোউৎসব উদযাপন

কাম সান কান্ট্রি পার্কে লোসার (গুরুং নববর্ষ) উদযাপন

দক্ষিন এশিয়ান পৃষ্ঠপোষকগন হংকংয়ের শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে তাদের অবদান রাখছেন। হংকং ইউনিভার্সিটি, দা বিলিলিয়স স্কুল, রতনজী হসপিটাল এবং স্টার ফেরি তে অর্থায়ন এর ই অংশবিশেষ ।

চ্যালেঞ্জ সমূহ

সাধারনভাবে বলতে গেলে দক্ষিন এশিয়দের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হল চাইনিজ ভাষা শিক্ষা।যেহেতু বেশির ভাগই ঘরে নিজের আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলে তাই খুব কমই সুযোগ থাকে চাইনিজ অনুশীলন করার। যদিও তাদের কিছু সংখ্যক অনর্গল ক্যান্তনিজে কথা বলতে সক্ষম, কিন্তু চাকরি এবং উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে চাইনিজ পড়তে ও লিখতে না পারা বাঁধা হিসেবে কাজ করে।

জনসেবা খাতে সাংস্কৃতিক সংবেদনশীলতার অভাবের দরুন দঃ এশিয়ানরা নিজেদের প্রায়ই বৈষম্যের শিকার মনে করেন। উদাহরণ স্বরূপ, হংকংয়ের স্বাস্থ্যসেবা খাতকে ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক প্রয়োজনীয়তার প্রতি অধিক মনোযোগী হওয়া উচিত। মুসলমান জনগোষ্ঠী বাড়তি অসুবিধার সম্মুখীন হন যেহেতু হালাল তাজা মাংসের দোকানের সংখ্যা অনেক কম এবং সকল রেস্টুরেন্টে হালাল খাবার পরিবেশন করা হয়না।

Copyright © Multiculturalism in Action Project 2016

মজার খেলা কাবাডি

কাবাডি হল একটি গ্রাম্য খেলা যা দক্ষিণ এশিয়াতে বহুল জনপ্রিয়।খেলাটি বর্তমানে এশিয়ান গেমসের নির্ধারিত ইভেন্ট। কাবাডি অর্থ দম / নি:শ্বাস ধরে রাখা। এটা দলবদ্ধ কৌশল, বুদ্ধিমত্তা ও গতির একটি খেলা।

দুটি দল,প্রতি দলে ৭ জন করে খেলোয়াড় নিয়ে এ খেলা অনুষ্ঠিত হয়। একপক্ষের রেইডার (আক্রমণকারী) দম ধরে একনাগাড়ে " কাবাডি " বলতে বলতে অপর পক্ষের (প্রতিরোধ কারী) খেলোয়াড়দের ছুঁয়ে দেয়ার জন্য মধ্যরেখা অতিক্রম করে। দম/নি:শ্বাস ছেড়ে দেয়ার আগে তাদের অবশ্যই নিজের কোর্টে ফেরত আসতে হয়।

যদি অপর পক্ষের কেউ রেইডারকে তার নিজের কোর্টে পৌছার আগেই ধরে ফেলতে পারে তবে অপর পক্ষ ১ পয়েন্ট পাবে । আর যদি রেইডার নিজের কোর্টে ফিরতে সক্ষম হয় তবে রেইডারের দল ঠিক তত পয়েন্ট পাবে যত জনকে রেইডার ছুঁতে পেরেছে। রেইডার যাদের ছুঁয়ে দিয়েছে তারা খেলা হতে বাদ পরবে । খেলাটি খুব দ্রুত সম্পন্ন হয় আর দর্শকের মাঝেও চরম উত্তেজনা বিরাজ করে ।

পাকিস্তানী আর চাইনিজ যুবকেরা কাবাডি অনুশীলন করছে

কাবাডিতে আপনার দক্ষতা যাচাই করুন !
আমাদের হাত ধরেই এই সেসনে যোগ দিন !
চেষ্টা করেই দেখুন একবার !

FUN with Interculturalism is funded by the Equal Opportunities Commission, and supported by Department of Anthropology, Arts Faculty, Institute of Future Cities, and Office of Research and Knowledge Transfer Fund, The Chinese University of Hong Kong.

Copyright © Multiculturalism in Action Project 2016

Language: Bengali